তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩৭

**কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে চলাচলে নিষেধাজ্ঞার নির্দেশনা**

ঢাকা, ২৪ বৈশাখ (৭ মে) :

 দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলাসমূহে অভ্যন্তরীণভাবে চলাচলের জন্য নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ :

* আন্তঃজেলা ও আন্তঃউপজেলা যোগাযোগ বা জনগণের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
* এক উপজেলার লোক অন্য উপজেলায় এবং এক জেলায় লোক অন্য জেলায় চলাচল করতে পারবে না।
* রাত ৮টা হতে সকাল ৬টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না।
* পূর্বের ন্যায় জরুরি পরিষেবা, কৃষিপণ্য, খাদ্য সামগ্রী, রপ্তানি সামগ্রী, ঔষুধ ইত্যাদি পরিবহন কাজে সড়ক ও নৌপথে যানবাহন চলাচল অব্যাহত থাকবে।
* আসন্ন ঈদের ছুটিতে সকলকেই নিজ নিজ এলাকা বা কর্মস্থলে থাকতে হবে।
* আন্তঃজেলা বা উপজেলা বা বাড়িতে যাওয়ার থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে।
* সর্বসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা করুন।

#

অনসূয়া*/জসীম/আসমা/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩৬

**সীমিত আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার জন্য পালনীয় নির্দেশনা**

ঢাকা, ২৪ বৈশাখ (৭ মে) :

 দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলাসমূহে অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান পাট, শপিংমলসমূহ আগামী ১০ মে থেকে সীমিত আকারে চালুর বিষয়ে নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ :

* হাট-বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, দোকান-পাট ও শপিংমলগুলো সকাল ১০টা হতে বিকাল ৪টার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
* ফুটপাত বা প্রকাশ্য স্থানে হকার বা ফেরিওয়ালা বা অস্থায়ী দোকানপাট বসতে দেয়া যাবে না।
* প্রতিটি শপিংমলে প্রবেশের ক্ষেত্রে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
* পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কালে পারস্পরিক শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখতে হবে।
* মাস্ক পরিধান ব্যতীত কোন ক্রেতা দোকানে প্রবেশ করতে পারবে না।
* সকল বিক্রেতা বা দোকান কর্মচারীকে মাস্ক ও হ্যান্ডগ্ল্যাভস পরিধান করতে হবে।
* শপিংমলে আগত যানবাহনসমূহকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
* প্রতিটি শপিংমল বা বিপণী বিতানের সামনে সতর্কবাণী ‘স্বাস্থ্যবিধি না মানলে, মৃত্যুঝুঁকি আছে’ সম্বলিত ব্যানার টানাতে হবে।
* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ঘোষিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

#

অনসূয়া*/জসীম/আসমা/২০২০/১৪০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩৫

**কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকলকে কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের মতো কাজ করে যেতে হবে**

 **- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ বৈশাখ (৭ মে) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, করোনাসহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের সবচেয়ে বড় মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য। আমরা কোনক্রমেই মানুষকে অভুক্ত রাখতে পারি না। এদেশের সকল মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্য বিশেষ করে ধান, গম, ভুট্টা, সবজি, ফল প্রভৃতির প্রয়োজনীয় সরবরাহ আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য ডাক্তার-নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মী এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী যেমন ফ্রন্টলাইনে থেকে কাজ করে যাচ্ছে তেমনি মন্ত্রণালয়ের সকলকে কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের মতো কাজ করে যেতে হবে।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষ থেকে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় অনলাইন সভায় এ কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাসিরুজ্জামান, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হলেও অবশিষ্ট সময়ের মাঝে কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। যাতে করে দেশে খাদ্যের কোন ঘাটতি না হয়, দুর্ভিক্ষ না হয়। এসময় কৃষিমন্ত্রী কোভিড-১৯ এর কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত স্থাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে সকল সংস্থা ও প্রকল্প পরিচালকগণকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান।

 ‘এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে’- প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনাকে শিরোধার্য করে কোভিড-১৯ এর কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সকলকে নিরলস কাজ করার আহ্বান জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনার দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ধারা শুধু অব্যাহত রাখা নয়, তা আরো বেগবান করতে হবে।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাসিরুজ্জামান সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

#

কামরুল/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১৫১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩৪

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**১৬ মে’র মধ্যে কন্টেইনার খালাস করলে স্টোর রেন্ট শতভাগ মওকুফ**

ঢাকা, ২৪ বৈশাখ (৭ মে) :

 চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণকৃত যে সকল কন্টেইনারের চারদিন ফ্রি টাইম সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি অর্থাৎ ২৬ মার্চ ২০২০ বা তারপর শেষ হয়েছে সেই কন্টেইনারসমূহ আগামী ১৬ মে ২০২০ এর মধ্যে খালাস করা হলে প্রযোজ্য স্টোর রেন্ট শতভাগ মওকুফযোগ্য হবে।

 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ গত ৫ মে এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

 বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, চট্টগ্রাম বন্দরের চলমান কন্টেইনার জট নিরসনের লক্ষ্যে আগামী
১৬ মে এর মধ্যে কন্টেইনারসমূহ খালাস করা না হলে দন্ডভাড়া আদায়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে।

 করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ ও বিস্তার প্রতিরোধে সরকার গৃহীত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ এর পরিপ্রেক্ষিতে আমদানি-রপ্তানিকারকগণকে প্রণোদনা প্রদানের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া*/জসীম/আসমা/২০২০/১৩৪৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩৩

**স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক মসজিদসমূহে সর্বসাধারণের জামায়াতে নামাজ আদায়ের নির্দেশনা**

ঢাকা, ২৪ বৈশাখ (৭ মে) :

 করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে মসজিদসমূহে সর্বসাধারণের জামায়াতে নামাজ আদায় প্রসঙ্গে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ :

* মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবাণুনাশক দ্বারা পরিস্কার করতে হবে, মুসল্লীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন;
* মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে এবং আগত মুসল্লীকে অবশ্যই মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে;
* প্রত্যেককে নিজ নিজ বাসা থেকে ওযু করে, সুন্নাত নামাজ ঘরে আদায় করে মসজিদে আসতে হবে এবং ওযু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে;
* কাতারে নামাজে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দুরত্ব অর্থাৎ তিন ফুট পর পর দাঁড়াতে হবে;
* এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে;
* শিশু, বয়োবৃদ্ধ, যে কোন অসুস্থ ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না;
* সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদের ওযুখানায় সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে। মসজিদে সংরক্ষিত জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না;
* সর্বসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে;
* মসজিদে ইফতার ও সেহরির আয়োজন করা যাবে না;
* উল্লিখিত শর্ত পালন সাপেক্ষে প্রত্যেক মসজিদে সর্বোচ্চ পাঁচজন নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে ইতেকাফ এর জন্য অবস্থান করতে পারবেন।

#

আশরাফ/অনসূয়া*/জসীম/আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩২

**বিশ্ব থ্যালাসিমিয়া দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৪ বৈশাখ (৭ মে) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব থ্যালাসিমিয়া দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৮ মে বিশ্ব থ্যালাসিমিয়া দিবস পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

 এবারের প্রতিপাদ্য- ‘তারুণ্য থেকে শুরু হোক থ্যালাসিমিয়া প্রতিরোধ, বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিরাপদ’ যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 আওয়ামী লীগ সরকার স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। জনগণকে ৩০ পদের ঔষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ এখন দেশেই উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে। অচিরেই আরো দুই হাজার ডাক্তার ও পাঁচ হাজারের বেশি নার্স নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

 থ্যালাসিমিয়া রোগ প্রতিরোধ সচেতনতা বাড়াতে মুজিববর্ষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশন দেশে প্রতিটি জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে সচেতনামূলক অনুষ্ঠান, থ্যালাসিমিয়া বাহক নির্ণয়ের জন্য বিনামূল্যে স্ক্রিনিং, সকল থ্যালাসিমিয়া রোগীকে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের আওতাভুক্ত করা এবং দরিদ্র ও সহায়-সম্বলহীন রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করাসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আমাদের সরকার ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিসের পাশাপাশি থ্যালাসিমিয়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান শুরু করেছে।

 আমি বিশ্ব থ্যালাসিমিয়া দিবস ২০২০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/অনসূয়া*/জসীম/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩১

**বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকীতে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৪ বৈশাখ (৭ মে) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

 কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বসাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বাংলা ও বাঙালির অহংকার। প্রতিভা ও শ্রমের যুগলবন্দির সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ সব সাহিত্যকর্ম দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে করেছেন ঐশ্বর্যমন্ডিত। কালজয়ী এ কবি জীবন ও জগৎকে দেখেছেন অত্যন্ত গভীরভাবে যা তাঁর কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী, সংগীত ও চিত্রকলায় সহস্রধারায় উৎসারিত হয়েছে। আবহমান বাংলার রূপ যেমন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাস্বর হয়েছে, তেমনই মানবতাবাদী বাণী তাঁর সাহিত্যকে দিয়েছে অতুলনীয় মহিমা।

 রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সাহিত্য, সংগীত ও শিল্প মাধ্যমে প্রতিটি শাখায় তাঁর অনায়াস বিচরণ সত্যিই বিস্ময়কর। কবির সমস্ত সৃষ্টির মূলে নিহিত মানবতাবাদ তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। শান্তি ও মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের সাধক।

 ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ২৪ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রবি ঠাকুরের লেখনী আমাদের উজ্জীবিত করেছে। তাঁর জাতীয়তাবোধ বাঙালির অনন্ত প্রেরণার উৎস। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কবিতা ও গান মুক্তিকামী বাঙালিকে উদ্দীপ্ত করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। জীবনের প্রতিটি সমস্যা-সংকট, আনন্দ-বেদনা এবং আশা-নিরাশার সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রসৃষ্টি আমাদের চেতনাকে আন্দোলিত করে।

 বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের তিনি একান্ত আপনজন। শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসরে অবস্থানকালে এসব অঞ্চলের মাটি ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। শিলাইদহ ও পতিসর অঞ্চলেই তিনি রচনা করেছিলেন ‘ছিন্নপত্র’র সিংহভাগ এবং অসামান্য কিছু গান। গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জন্য তাঁর পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা আজও আমাদের কাছে অনুসরণীয় হয়ে আছে। বিশ্বকবি স্মৃতিকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে কালোত্তীর্ণ এ কবির সৃষ্টিকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রবি ঠাকুরের অমর সৃষ্টি ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানটি জাতির পিতা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করেন, যা দেশের মানুষের মনে সঞ্চারিত করেছে দেশপ্রেমের নতুন প্রেরণা।

 আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাদর্শ ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম শোষণ-বঞ্চনামুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে চিরদিন বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করবে।

 বাংলাদেশ সহ বিশ্বের এই ক্রান্তিকালে করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ এর করাল থাবা থেকে আমরা মুক্ত হব, আবার এগিয়ে যাব সামনে পথ চলায়, এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ, সেই লক্ষ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে চাই-

নাই নাই ভয়

হবে হবে জয়।

 বিশ্বকবির ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/অনসূয়া*/জসীম/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩০

**বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকীতে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৪ বৈশাখ (৭ মে) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির চেতনা ও মননের প্রধান প্রতিভূ। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় রয়েছে তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতস্রষ্টা। চিত্রকর, সমাজচিন্তক এবং দার্শনিক হিসেবেও বিশেষ খ্যাত। সর্বোপরি, বাঙালি জাতীয়তাবোধের প্রধান রূপকারও তিনি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজুড়ে আলোচনায় আসেন ১৯১৩ সালে, গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। তিনিই প্রথম
অ-ইউরোপিয় হিসেবে বিশ্বসাহিত্যের এই সর্বোচ্চ স্বীকৃতিটি অর্জন করেন। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বহুত্ববাদ, বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস ও ইসলাম ধর্মের সুফিবাদ এবং বাংলার বাউলদের ভাববাদী চেতনার সমন্বয় সাধন করে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেন।

রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি। পূর্ববঙ্গে তাঁর শিল্পীসত্তা ও মানবসত্তা ঐক্য ও সম্প্রীতির আভায় সমুজ্জ্বল। ফলে সাধারণ বাঙালির দুঃখ-বেদনার কথক হিসেবে যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি তা পূর্ববঙ্গেরই সৃষ্টি। এসবের পাশাপাশি মানুষের প্রত্যক্ষ কল্যাণ কামনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে ভেবেছেন। শিশুসহ নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তিনিকেতন। সেইসঙ্গে তিনি পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষাকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে চিরকাল বিশ্বের জানালাকে খুলে দেয়ার কথা বলেছেন। তাঁর চিন্তার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটাতে পারলে আমরা একটা কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারব।

রবীন্দ্রনাথের বিশালতা এবং তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব মাধুর্যকে অন্তরাত্মা দিয়ে উপলব্ধি করতে হলে রবীন্দ্র চর্চার বিকল্প নেই। আমি আশা করবো জগৎ-সংসারকে গভীরভাবে জানতে তরুণ প্রজন্ম রবীন্দ্র সাহিত্যে অবগাহন করবে, রবীন্দ্র চর্চায় থাকবে ব্যাপৃত। যা কেবল আচারসর্বস্ব নয়, জীবনসর্বস্ব। রবীন্দ্রচেতনার আলোকে সাম্য ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন আরো দৃঢ় হোক-এ কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া*/জসীম/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৬২৯

**চার কোটিরও বেশি মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে সরকার**

ঢাকা, ২৪ বৈশাখ (৭ মে) :

 করোনা ভাইরাসের মতো দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার। এ পর্যন্ত সারাদেশে ৯২ লাখ ৫১ হাজার পরিবারের চার কোটিরও বেশি মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে সরকার।

 ৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গতকাল পর্যন্ত ত্রাণ হিসেবে চাল বরাদ্দ করা হয়েছে এক লাখ ৩৩ হাজার ১৬৫ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ পাঁচ হাজার ৭৭৯ মেট্রিক টন।

 এছাড়া ত্রাণ হিসেবে নগদ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৩ কোটিরও বেশি টাকা। এর মধ্যে নগদ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ৪৯ কোটি টাকা। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে প্রায়
১০ কোটি ৮২ লাখ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৬৪৮টি এবং লোকসংখ্যা সাত লাখ ৩০ হাজার ৯২১ জন।

#

সেলিম/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১০০০ ঘণ্টা